ঝিনাইদহে মাসব্যাপী সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে মাসব্যাপী সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে এ প্রশিক্ষণ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা ক্রীড়া অফিসার মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ও এসএস টিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, পূর্বাঞ্চল সুইমিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক তরিকুল ইসলাম। উদ্বোধন শেষে সদর উপজেলা পরিষদ পুকুরে সাঁতার প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

আয়োজকরা জানান, ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচীর আওতায় মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণ চলবে। এতে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিবে। পরে পূর্বাঞ্চল সুইমিং ক্লাবের দুই সাতাঁরু বিকেএসপিতে ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় তাদেরকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদায় নবাগত ইউএনও’র সাথে সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা বিনিময়

দামুড়হুদায় নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) তাছলিমা আক্তারের সাথে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাক্ষাৎ কালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

সোমবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম

নুরুন্নবী’র নেতৃত্বে প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের পক্ষে ফুলের তোড়া দিয়ে নবাগত ইউএনও- কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মোজাম্মেল শিশির,সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব,সাবেক সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল,সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হবী,অর্থ সম্পাদক শমসের আলী,সহ যুগ্ম সম্পাদক রতন বিশ্বাস,সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান মিলন, ক্রীড়া সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের দামুড়হুদা অফিস প্রধান ও দৈনিক বাংলাদেশ কন্ঠ’র জেলা প্রতিনিধি তানজীর ফয়সাল, দৈনিক মাথাভাঙ্গা’র দামুড়হুদা অফিস প্রধান ও দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদের দামুড়হুদা উপজেলা প্রতিনিধি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, দৈনিক নবচেতনার দামুড়হুদা প্রতিনিধি এস এম সুজন প্রমূখ।

কুষ্টিয়ার পদ্মানদীর ভাঙন থেকে রক্ষা পেতে সংবাদ সম্মেলন

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীর তীব্র ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করতে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পদ্মা নদী তীরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী।

সংবাদ সম্মেলনে মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন বলেন, কুষ্টিয়ায় পদ্মা নদীর তীব্র ভাঙনের মুখে পড়েছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মহাসড়ক। জেলার মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়ন এলাকায় ভাঙতে ভাঙতে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের মাত্র ১০০ মিটারের মধ্যে চলে এসেছে এ নদী। এতে বহু ঘরবাড়িসহ আবাদী জমি বিলীন হয়ে গেছে। জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

উপজেলা চেয়ারম্যান আরও বলেন,
বহু বছর ধরে এ এলাকায় পদ্মার ভাঙন চলছে। ভাঙন প্রতিরোধে স্থানীয় ব্যবস্থা নিতে গত বছর স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড ৯৯০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করলেও তা আটকে আছে।

তিনি আরও বলেন, ভাঙন ঠেকানো না গেলে যেকোনো সময় কুষ্টিয়া- পাবনা মহাসড়ক নদীতে বিলীন হয়ে যাবে। এতে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পাশাপাশি কুষ্টিয়ার বিস্তীর্ন এলাকা বন্যা কবলিত হবে। তিনি অবিলম্বে ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান।

এসময় তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হান্নান মন্ডল সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় ও বিতরণ মেলা- ২০২১ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অগ্রণী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মুজিবনগর শাখার, উদ্যোগে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় ও বিতরণ মেলা-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে।সোমবার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় অগ্রণী ব্যাংক মুজিবনগর শাখায় এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংক মুজিবনগর শাখা ব্যাবস্হাপক কাজী আরিফুল ইসলমের সভাপতিত্বে, অগ্রণী ব্যাংক এর সদ্য পদোন্নতি পাওয়া উপ মহা- ব্যবস্হাপক মানস কুমার পাল, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত থেকে গ্রাহকদের মাঝে কৃষি ঋণ বিতরণ করে মেলার উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্হিত ছিলেন ছিলেন চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক কার্যালয়ের (এস পি ও)এ এস এম এম কবির,চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলের অফিসার সমিতির সভাপতি সুলাইমান, চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন, আরো উপস্হিত ছিলেন ভবন মালিক কৌশিকুল

ইসলাম রুমি,কেদারগন্জ বাজার ব্যাবসায়ী কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিকসহ অগ্রণী ব্যাংক মুজিবনগর শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারি ব্যাংকের গ্রাহক বৃন্দ।
অগ্রণী ব্যাংক মুজিবনগর শাখায়
স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় ও বিতরণ মেলা-২০২১ এর প্রথম দিনে ১০ জন গ্রাহককে ৮ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়। এ সময় ৪ জন গ্রাহকের কাছ থেকে বকেয়া ৩ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ আদায় করা হয়।
মেলা আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে।

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী পরিদর্শন করলেন অতিরিক্ত সচিব

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী পরিদর্শন করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন।

গতকাল দুপুরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন তিনি।

অতিরিক্ত সচিব নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়াও সুষ্ঠু ও
সুন্দরভাবে দ্রুত নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে তাগিদ দেন।

অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন বলেন, জেলার কৃষ্টি-কালচারকে দেশ তথা বিশ্ব দরবারে পরিচিত করতে কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। জেলার সংস্কৃতিকে বিকশিত করার লক্ষে বৃহৎ পরিসরে এই শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ করা হচ্ছে।এই দৃষ্টিনন্দন ভবনটি সম্পন্ন হলে জেলার সংস্কৃতি আরও বিকশিত হবে বলেও জানান তিনি।

পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিব মো: সায়েদুল ইসলাম, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবদুর রশীদ চৌধুরী, আশরাফ উদ্দিন নজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রবি, শাহীন সরকার, জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকলা একাডেমী ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঢাকার পরেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির অবস্থান হবে।

যেখান থাকছে ৩টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম। এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ফিক্স অডিটোরিয়াম, মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম এবং এরিনা মঞ্চ। এক একর জায়গার ওপর নির্মিত হবে এই কমপ্লেক্স ভবন। বাংলাদেশের মধ্যে এটিই হবে সেরা অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স শিল্পকলা একাডেমী ভবন।

কুমারখালীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বসতবাড়িসহ ভুষ্মিভুত

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে বসতঘরসহ ৫ টি গবাদিপশু ভস্মিভূত হয়েছে।

সোমবার রাত ১টার টার দিকে উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের উত্তর যদুবযরা নিদেনতলা বাজারের পাশে ইয়ার আলীর বাড়িতে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, রাত সোয়া একটার দিকে ইয়ার আলীর গোয়ালঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহুর্তেই আগুনের লেলিহান শিখা পাশের থাকার

ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা আগুন নেভানোর চেষ্টাকালে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় দুটি ঘর। আগুনে দুটি ছাগল রক্ষা পেলেও তার আরও ৫টি ছাগল আগুনে পুড়ে মারা যায়। গোয়ালঘরে থেকে এই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের সুত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে তারা ধারনা করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত দিনমজুর ইয়ার আলী ও তার ছেলে পাপন বলেন, তারা এখানে অল্প একটু জমিতে বাস করেন। আগুনে তাদের মাথা গোজার এক মাত্র বসতঘর ও ঘরে রাখা কিছু নদগ অর্থ সহ শেষ সম্বল সব কিছু আগুনে পুড়ে তারা এখন নিঃস্ব হয়ে গেছেন। সব কিছু হারিয়ে পরিবারটি এখন খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছে।

যদুবয়রা ইউপি চেয়ারম্যান মো. শরিফুল আলম জানান, দিনমজুর অসহায় পরিবারটি শেষ সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। সরকারী অনুদানের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে দরখাস্ত দেয়া হবে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করবো।

কুষ্টিয়ায় পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগ

কুষ্টিয়ায় কর্মরত এক পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ এনে থানায় অভিযোগ করেছেন তার স্ত্রী। বর্তমানে সেই নারী কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল আবু সাঈদ কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্সে কর্মরত।

মনিকার পরিবার জানান,২ বছর আগে চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলার হাতি ভাঙ্গা গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে আবু সাঈদের

সাথে একই উপজেলার জুরাইন পুর গ্রামের মতিয়ার রহমানের মেয়ে মনিকা খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে নানা বিষয়েই নির্যাতনের শিকার হতেন মনিকা।

কুষ্টিয়া মডেল থানায় লিখিত অভিযোগে ওই নারী জানান, ২ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। তারা কুষ্টিয়ায় ভাড়া বাসায় থাকেন। বিয়ের পর থেকে তুচ্ছ বিষয়ে স্ত্রীকে মারধর করতেন স্বামী সাঈদ।

অভিযোগে আরও বলা হয়, যৌতুক দিতে রাজি না হওয়ায় স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত মারধর করতেন সেই পুলিশ সদস্য।

গতকাল রোববার দুপুরে স্ত্রীকে প্রচণ্ড মারধর করেন তিনি। পরে সংবাদ পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আশরাফুল আলম বলেন, ‘আহত অবস্থায় ওই গৃহবধূকে হাসপাতালে আনা হয়। সেসময় তার রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। এ ছাড়া তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে।’

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বিরুল আলম বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সেই নারী। বিষয়টি তদন্তাধীন।’

চুয়াডাঙ্গায় পরস্ত্রীকে মোবাইল ফোনে উত্যাক্ত করায় গ্যাড়াকলে মাতামোল্লা

চুয়াডাঙ্গার আড়িয়া গ্রামে পরস্ত্রীকে মোবাইল ফোনে উত্যাক্ত করে গ্যাড়াকলে পড়েছে প্রভাবশালী মাতামোল্লা ওরফে আবুল হাশেম । গ্রামে সালিস বৈঠক বসলেও প্রভাবশালী মাতামোল্লার বিচার করতে কেউ সাহস পায়নি।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের ৬২ আড়িয়া

গ্রামের আনেছদ্দিনের ছেলে প্রাভাবশালী মাতামোল্লা প্রায় সময় মোবাইল ফোনে উত্যাক্ত করে আসছিলো একই গ্রামের ছালামের স্ত্রীকে। বিষয়টি ছালামকে তার স্ত্রী অবহিত করে।

ছালাম মৌখিক ভাবে মাতামোল্লাকে নিষেধ করলেও প্রমান সে প্রমান দেখতে চাই। সে প্রভাবশালী হওয়ায় হতদরিদ্র ছালাম প্রমানছাড়া কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলো না। একপর্যায় মাতামোল্লার কথোপোকথন মোবাইলে রেকোর্ড হলে প্রমান এসে যায় ছালামসহ গ্রামবাসির হাতে।

এনিয়ে রোববার রাতে প্রথম দফায় গ্রামে সালিস বৈঠক বসলেও তা ভেস্তে যায়। এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় সালিস বৈঠক বসার প্রক্রিয়া চলছিলো বলে গ্রামসূত্রে জানাগেছে। এব্যাপারে মাতামোল্লার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও ফোনে পাওয়া যায়নি।

চুয়াডাঙ্গার আড়িয়া গ্রামে প্রবাসির স্ত্রীকে নিয়ে লাপাত্তা রোকন

চুয়াডাঙ্গার আড়িয়া গ্রামের প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে লাপাত্তা হয়েছেন একই গ্রামের যুবক রোকন উদ্দিন। এ ঘটনায় ছেলে ও মেয়ের পরিবার একত্রিত হয়ে দর্শনা থানায় রোকনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের ৬২ আড়িয়া গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে সৌদি প্রবাসি রাজুর সাথে ৪ মাস আগে মোবাইলে বিয়ে হয় একই গ্রামের বিশারতের মেয়ে রুমানা খাতুনের সাথে। স্বামী বাড়িতে না থাকার সুযোগে একই গ্রামের ফজলুর ছেলে রোকন উদ্দিন পরকিয়া সম্পর্ক গড়ে তোলেন তার সাথে ।

মনদেয়া নেয়ার একপর্যায় গত শনিবার রাতে নগদ ১ লাখ টাকা, তিনভরি সোনার গহনা একটি দামি মোবাইল ফোন নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি

এদিকে মেয়ের বাবা তার মেয়েকে অপর দিকে ছেলের বাবা তার ছেলের বৌকে ফিরে পেতে রোববার উভয় পরিবার একত্রিত হয়ে অভিযুক্ত রোকনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

আলমডাঙ্গায় আপন আঙিনায় উচ্ছ্বাসে বরণ শিক্ষার্থীদের

দীর্ঘদিন পর স্কুল খুলে দেওয়ার প্রথমদিনে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ছিল সাজ সাজ রব। স্কুল ও গেট সাজানো হয়েছে রঙ-বেরঙের ফুল ও বেলুন দিয়ে। শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ টাঙিয়েছেন ব্যানার।

সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে এক টেবিলে দুজন শিক্ষার্থীকে বসিয়ে নেওয়া হয়েছে ক্লাস। সকাল থেকে স্কুল পরিদর্শনে মাঠে কাজ করে জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলার শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা।

বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শনে জানাযায়, করোনা সংক্রমণ কমার পরিপ্রেক্ষিতে খুলে দেওয়া হয়েছে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ। নতুন কিংবা পরিষ্কার করা ইউনিফর্ম পরে, কাঁধে বই-খাতার ব্যাগ ঝুলিয়ে দলে দলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রিয় ক্যাম্পাসে ফিরেছে। তাদের কলরবে দীর্ঘদিন নিস্তব্ধ হয়ে থাকা স্কুল-কলেজ মুখরিত হয়ে উঠে তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান চত্বর।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবার মুখে ছিল স্বস্তির ছাপ। দীর্ঘদিন পর একত্রিত হতে পেরে সবাই একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছেন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্প্রে ও থার্মাল মেশিন দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয়েছে। অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকদের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ফুল ও চকলেট দিয়ে বরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গার কুমারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক

বালিকা বিদ্যালয়, মীর সামসুল জোহা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে দেখা যায়, দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকার পর স্কুল খোলায় শিক্ষার্থীদের দেখার মত উপস্থিতি ।

মীর সামসুল ইসলাম জোহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার রশিদ সাগর জানান, রবিবার সকাল থেকে স্কুলে শিক্ষার্থীদের আগমণ ঘটে। স্কুলে শিক্ষার্থীদের শারীরিক পরিক্ষা শেষে তাদের স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে। হাটবোয়ালিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি জিনারুল ইসলাম বলেন, স্কুল খোলার নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে স্কুলে পর্যাপ্ত পরিমানের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।